দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভিন্ন ধারার স্কুল

পথশিশুদের শিক্ষাদানে

অপরাজেয় বাংলাদেশ

পথই তাদের আসল ঠিকানা। পথই বাড়ি, পথই ঘর। পথে পথে ঘুরেই কাটে তাদের জীবন। কখনো যাত্রী ছাউনি কখনো বা ফুটপাতে পড়ে থাকে তারা। ব্যস্ত এই শহরে তাদের আপন বলতে কেউ নেই। চলতে চলতে যেভাবে খুশি সেভাবেই নিজের জীবনটাকে গড়ে তারা। সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাবে নিজের ইচ্ছে মতো জীবন গড়তে গিয়ে খুব সহজেই বিপথে পা বাড়ায় তারা। তাদের একটাই পরিচয়। পথ শিশু।

হাবিবুর রহমান জুয়েল

শিক্ষা ও শাসনের অভাবে এই পথশিশুরাই একসময় বেআইনী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ ও বেচাকেনার জন্য ব্যবহৃত হয়। হয়ে ওঠে শহরের নামকরা কোন শীর্ষ সন্ত্রাসী।

পথশিশুদের জীবনটা যেন সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে, তারা যেন সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সে লক্ষ্যে তাদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে বেসরকারী সংস্থা অপরাজেয় বাংলাদেশ।

১৯৯৬ সাল থেকে উন্মুক্ত পরিবেশে পথ শিশুদের শিক্ষা দানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এ সংস্থাটি।

ঢাকাতে ১৬টি ও চট্টগ্রামে ৬টি স্থানে উন্মুক্ত পরিবেশে পথ শিশুদের শিক্ষাদান কর্মসূচি চালু রয়েছে। প্রতিটি স্থানের জন্য রয়েছে ২ থেকে ৩ জন কর্মকর্তা।

উন্মুক্ত পরিবেশে শিশুদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে পাঠদান করা হয় এসব স্থানগুলোতে।

এসব স্থানের শিক্ষার্থীদেরকে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানসহ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে পাঠ গ্রহণের জন্য উৎসাহী করে তোলা হয়। পাশাপাশি সংস্থাটির আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে শিশুদের পাঠানো হয়। 'ড্রপ ইন সেন্টার' নামে সংস্থাটির একটি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে। যেটি শুধু দিনে খোলা থাকে। সেখানে শিশুরা গোসল করে রান্না-বান্না করে খেতে পারে। শিশুদের জিনিসপত্র রাখার জন্য আলাদা আলাদা লকারও রয়েছে। আরো রয়েছে বিনোদনের ব্যবস্থা। এখানে আসলে শিশুদের অনেক মানসিক পরিবর্তন ঘটে।

'স্লাব' নামে সংস্থাটির একটি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে শিশুরা ২৪ ঘন্টা থাকতে পারে। এখানে পড়াশুনার ব্যাপারে শিশুদের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়।

তারপর যে আশ্রয় কেন্দ্রটি রয়েছে সেটি হচ্ছে 'হোস্টেল'। যেসব শিশু পড়াশুনার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী তাদেরকে সেখানে পাঠানো হয়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর পর শিশুদেরকে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি করা হয়। এ পর্যন্ত তাদের যাবতীয় খরচ বহন করে 'অপরাজেয় বাংলাদেশ'। পড়াশুনা শেষে শিশুদের কর্মদিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও সংস্থাটি করে থাকে। পথশিশু কর্মসূচির সমন্বয়কারী আলতাফ হোসেন সেলিম জানালেন, পথ শিশুদের প্রতি সমাজের মানুষদের সচেতন করার লক্ষ্যেও তারা কাজ করে থাকেন।